উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ

এবং

উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই ২০২৩ - ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সূচীপত্রঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	প্রষ্ঠা নং
১	কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র(Overview performance)	১- ৩
২	উপক্রমনিকা (Preamble)	৪
৩	সেকশনঃ ১ রুপকল্প (vision) অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী	৫
৪	সেকশন - ২ ঃ কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৬-৭
৫	মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্ধেশ্যসমুহ	৮-৯
৬	চুক্তি নামায় স্বাক্ষর	১০
৭	সংযোজনী- ১ ঃ শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)	১১
৮	সংযোজনী-২ ঃ কর্মসম্পাদন সুচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী উইং/অফিস/ইউনিট/প্রকল্প এবং পরিমাণ	১২-১৩
৯	সংযোজনী-৩ঃ কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা	১৪

কর্ম সম্পাদনের সার্বিক চিত্র

জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কৃষি। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি অন্যতম ভূমিকা রাখছে। প্রতি বছর আবাদি জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং বাড়তি জনসংখ্যা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে কৃষি প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলছে। সরকার গৃহীত সময়োপযোগী নীতি, পদক্ষেপ ও কৃষক-কৃষিজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশের কৃষি অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণতাই অর্জন করেনি বরং উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। কৃষি উন্নয়নের এ সফলতা বাংলাদেশকে বিশ্বপরিমন্ডলে মর্যাদার নতুন আসনে আসীন করেছে।

কৃষি উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রাকে টেকসই করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিত্য নতুন জাত ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং বিস্তার, নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তির প্রসার, ভূ- উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অন্যান্য সমস্যাকুল কৃষি জমির আবাদের আওতায় সম্প্রসারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজনীয় কৃষি প্রণোদনা ও পুর্নবাসন সহায়তা প্রদান কৃষক-কৃষিজীবীদের দক্ষতার উন্নয়নসহ কার্যকর নীতি ও কৌশল বাস্তবায়িত হচ্ছে এসব উদ্যোগ আমাদের চলমান কৃষি উন্নয়নকে আর ও গতিশীল করবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

সাম্প্রতিক অর্জন,চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

বিগত ০৩ (তিন) বছরের প্রধান অর্জনসমূহঃ- উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন এ দপ্তরের প্রধান কাজ। কৃষকের চাহিদা মোতাবেক আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে গত ০৩ (তিন) বছরে মুন্সীগঞ্জ উপজেলায় আলু, ভূট্টা ও চর এলাকায় শাকসবজীর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য ২০২২- ২৩ অর্থ বছরে ৯৭৯৫ হেক্টর জমিতে আলু উৎপাদন হয়েছে ৩৩২৬১৮৮ মে.টন, আউশ আবাদ হয়েছে ১৬০ হেক্টর জমিতে উৎপাদন হয় ৩৪৫ মে.টন (চালে), ভূট্টা আবাদ হয় ১২০ হেক্টর জমিতে উৎপাদন হয় ৯৮৫ মে.টন ও ২৮০০ হেক্টর জমিতে সবজী আবাদ হয়েছে। ফলে গত ০৩ (তিন) বছরে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ২২০০ মে.টন।

খাদ্য-শস্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্নতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্পকালীন আধুনিক জাত, পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার, ল্যাগ পদ্ধতিতে ধান চাষ, পার্চিং ও সবজি চাষে সেক্স ফেরোমন ব্যবহার, নিরাপদ ফসল উৎপাদন কৌশল ও বিপনন, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করন, ভাসমান সবজী চাষ, ফলবাগান এবং তেল ও ডালজাতীয় ফসলের আধুনিক জাতের চাষাবাদ বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রযুক্তি সম্প্রাসরণে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গত তিন বছরের আনুমানিক ৪৪১০ জন কৃষক/ কৃষানি কে আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ও করনীয় বিষয়সমূহঃ- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদানুযায়ী খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরন, জলবায়ূগত পরিবর্তনজনিত ঝুকি মোকাবেলায় আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, বিভিন্ন ফসলের লাগসই জাত সম্প্রসারণকরন, কৃষি জমি ব্যবহার নীতিমালা তৈরী, জলাবদ্ধতা দূরীকরন, বন্যার কারনে ক্রমবর্ধন কৃষি জমির ভাঙ্গন রোধকরন, সেচ কার্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ- উপরিস্থ পানির দক্ষ ব্যবহার, খামার যান্ত্রিকীকরন, দ্রুত সহজে প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ই-কৃষি প্রবর্তন, কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিতকরন, কৃষি বাজার কাঠামো শক্তিশালীকরন, সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বোরো জমির সেচের কাজে লাগানো, কৃষি ভিত্তিক শিল্প সম্প্রারণ ও সাবসিডি কৃষি থেকে বানিজ্যিক কৃষিতে রুপান্তর।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ- জলবায়ূগত পরিবর্তনের কারনে সম্ভাব্য ঝুকিপূর্ন এলাকায় উপর্যুক্ত কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, সেচ কার্যে ভু-উপরিস্থ পানির দক্ষ ব্যবহার, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বিপনন নিরাপদ ফল ও সবজী চাষ এলাকা সম্প্রসারণ, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি কল্পে কম্পোষ্ট, সবুজসার, ফসল পর্যায়ক্রম সম্প্রসারণ করা, রোগ প্রতিরোধ সম্পন্ন আলুর জাত উদ্ভাবন, স্বল্পকালীন জাত চাষের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করে ভূট্টা ও ডাল জাতীয় ফসল সম্প্রসারণ করা, দানাদার খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূট্টা চাষ সম্প্রসারণ, যান্ত্রিকীকরনের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনা। কৃষককে বানিজ্যিক কৃষির প্রতি আকর্ষিত করা। আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান দ্বারা সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন, সাথী ফসল হিসেবে ভূট্টা ও ডাল, সবজী এবং মৌ চাষ এর মাধ্যমে সরিষা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নতমানের বীজের সম্প্রসারণ করা।

২০২২- ২৩ অর্থ বছরের গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমুহ ঃ-

১. আধুনিক ও নাবীধ্বসা রোগ সহনশীল জাতের আলু চাষাবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলু উৎপাদন ৩,৪৫,৮৫০ মে.টন উন্নীত করা।
২. রপ্তানীযোগ্য আলুর জাত ১২০০ হেঃ জমিতে সম্প্রসারণ করণ।
৩. সরিষার আবাদ ৪৩০ হে. থেকে ৪৪০ হে. বৃদ্ধি করণ।
৪. গুনগত ও মানসম্মত বীজ এবং আধুনিক চাষাবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সবজী উৎপাদন হার ১০% বৃদ্ধি করণ।
৫. আউশ ধান আবাদ ১৬০ হেক্টর থেকে ১৮০ হেক্টরে সম্প্রসারণ করণ।
৬. ১৪৫ হে. জমিতে হাইব্রীড ভূট্টা চাষ সম্প্রসারণ করণ।
৭. নতুন উদ্ভাবিত জাত, জনপ্রিয় জাত ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ১৮৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১৫০ টি প্রদর্শনী স্থাপন।
৮. ৩ টি ব্লকের ৩ টি গ্রামে নিরাপদ সবজী/ ফল আবাদ ও কুইক কম্পোষ্ট সম্প্রসারণ করণ।
৯. খাটো জাতের নারকেল সম্প্রসারণ জোরদার করণ ।
১০. রপ্তানীযোগ্য সবজীর আবাদ সম্প্রসারণ করণ।
১১. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধৈঞ্চার চাষ সম্প্রসারণ করণ।
১২. ২৯০০টি তাল ও ২৯০০টি খেজুর চারা/ বীজ চাষ সম্প্রসারণ করণ।
১৩. ২৯০০ টি ওষুধি বৃক্ষ রোপন করা।
১৪. নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বিপনন প্রক্রিয়া জোরদারকরণ।
১৫. যান্ত্রিকীকরনের মাধ্যেমে আলুর রোপন ও উত্তোলনের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস করা।
১৬. ভাসমান কচুরিপানার বেডে ৩৫০ টি লাউ চারা তৈরী।
১৭. আগাম ফুলকপির চারা উৎপাদন।
১৮. বারিড পাইপ ব্যবহারের মাধ্যমে সেচের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার।
১৯. ব্লক প্রতি ১০টি মিশ্র ফল বাগান স্থাপন।

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধি,স্বচ্চতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রুপকল্প ২০২২ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ

এবং

উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ এর মধ্যে

২০২৩ সালের মাসের তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন।

সেকশন- ১

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রুপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলীঃ-

১.১ রুপকল্প (Vision) - নিরাপদ ফসলের টেকসই উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও বানিজ্যিক কৃষির সম্প্রসারণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)- সকল শ্রেণীর কৃষকদের চাহিদাভিত্তিক দক্ষ, ফলপ্রসূ ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান এবং তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ ফসলের টেকসই উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও বানিজ্যিক কৃষির সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন।
- কৃষি উপকরনের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরন।
- কৃষি বাজার কাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিশ্চিতকরন।
- স্বল্পকালীন ফসলের জাতের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরন।
- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়া জোরদারকরণ।
- সেচের জন্য সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১.৪ কার্যাবলী (Function)

- কৃষকদের মাঝে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস, চাষী র‍্যালী, উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমন, কৃষিমেলা, মতবিনিময় সভা, দলভিত্তিক আলোচনা ইত্যাদি)।
- মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরন।
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন।
- মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈব সার হিসেবে ধৈঞ্চা চাষ বৃদ্ধিকরন।
- কচুরীপানার মাধ্যমে ভাসমান বেড তৈরী করে সবজী চাষে উৎসাহিতকরন।
- রপ্তানীযোগ্য ও রোগসহনশীল জাতের আলু চাষ সম্প্রসারণ ও সুষমসার ব্যবহারে পরামর্শ প্রদান।
- আলু চাষের পর স্বল্পকালীন জাতের তিল এবং হাইব্রিড ভূট্টা আবাদে উৎসাহিতকরন।
- ধান ফসলে ১০০% পার্চিং নিশ্চিতকরন।
- সবজী উৎপাদনে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারে উৎসাহিতকরন ও পরামর্শ প্রদান।
- বসতবাড়ীতে সজিনা চাষ সম্প্রসারণ করণ।
- ধান চাষে আধুনিক জাত ব্যবহার নিশ্চিতকরন।
- সরিষা আবাদ সম্প্রসারণ করে স্থানীয় তেলের চাহিদা পূরণ।
- পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি হিসেবে AWD , ফিতা পাইপ ইত্যাদি ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিতকরন।
- নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বিপনন জোরদারকরণ।
- ফসল উৎপাদনে GAP ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ।
- এস,এম,ই এর মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বীজ ব্যবসায়ী গড়ে তোলা।